ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি)

প্রি-পেইড মিটার গ্রাহক ম্যানুয়াল

আজিমপুর ও লালবাগ এলাকার **নন-ইউনিফায়েড মিটার** (Wasion কোম্পানীর মিটারসমূহের মধ্যে যে সকল মিটারের নম্বর “DW” এবং “AZ” দিয়ে শুরু) গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য

সূচীপত্র

০১। ভূমিকা ১

০২। প্রি-পেইড মিটার কি? ১

০৩। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের সুবিধা ও গ্রাহকের করণীয়..... ২

৩.১। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারে গ্রাহকের সুবিধা..... ২

৩.২। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকের করণীয় ৩

০৪। বিভিন্ন চার্জ সমূহ ৪

৪.১। ডিমান্ড চার্জ ৪

৪.২। মিটার রেন্ট ৪

৪.৩। এনার্জি চার্জ ৪

৪.৪। মূল্য সংযোজন কর ৪

৪.৫। অন্যান্য চার্জ ৪

০৫। কোথা হতে ভেন্ডিং করবেন/ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকা সমূহ ৭

০৬। কিভাবে ভেন্ডিং করবেন? ৭

০৭। Wasion প্রি-পেইড মিটারের ডিসপ্লে লিস্ট ৭

০৮। Wasion প্রি-পেইড মিটারের এরর লিস্ট ৮

০৯। সর্বাধিক জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলি (FAQ) ৯

১০। উপসংহার ১১

প্রি-পেইড মিটার

১। ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২১ মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখে এদেশের জনসাধারণের জন্য শতভাগ বিদ্যুতায়ন সুবিধা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা ও মানসম্মত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার বিদ্যুৎখাতে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক এ খাতের উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে তা নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে। চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সরকার বিদ্যুতের সাশ্রয়ী, দক্ষ, নিরাপদ ও টেকসই ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে এ খাতকে আধুনিকায়ন, ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর ও গ্রাহক বান্ধব করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, বিদ্যুৎ বিল শতভাগ আদায়, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, লোড ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা মাফিক বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে শীঘ্রই সকল পোস্ট-পেইড মিটার প্রিপেইড মিটারের আওতায় আনা হবে। সে জন্য ডিপিডিসির সব পোস্ট-পেইড মিটার পর্যায়ক্রমে প্রি-পেইড মিটার দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে।

২। প্রি-পেইড মিটার কি?

-পেইড মিটার এক ধরনের বিশেষ বৈদ্যুতিক মিটার যাতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে মিটার থেকে ধীরে ধীরে টাকা কেটে নেয়া হয় এবং টাকা শেষ হয়ে গেলে মিটারটি এক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। অতঃপর বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হলে পুনরায় মিটারটি রিচার্জ করতে হয়। প্রি-পেইড মিটার দুই প্রকার: **স্মার্ট কার্ড প্রি-পেইড মিটার** ও **কী-প্যাড প্রি-পেইড মিটার।**

স্মার্ট কার্ড প্রি-পেইড মিটার: স্মার্ট কার্ড প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমে গ্রাহককে একটি স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়। এই স্মার্ট কার্ডটি ভেন্ডিং স্টেশন থেকে রিচার্জ করে মিটারে প্রবেশ করাতে হয়।

কী-প্যাড প্রি-পেইড মিটার: কী-প্যাড প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমে গ্রাহক ভেন্ডিং স্টেশনে রিচার্জ করতে গেলে তাকে একটি টোকেন নাম্বার দেয়া হয়। সেই টোকেন নাম্বারটি মিটারের গায়ে থাকা কী-প্যাড চেপে মিটারে প্রবেশ করাতে হয়।

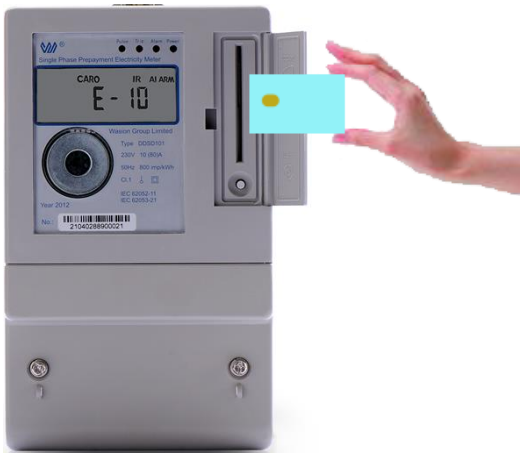

চিত্র-০১ : স্মার্ট কার্ড মিটার

চিত্র-০২: কী-প্যাড মিটার

এছাড়াও রিচার্জ করার জন্য ব্যবহৃত মিটারিং সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে প্রি-পেইড মিটারসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

ইউনিফায়েড প্রি-পেইড মিটার: ডিপিডিসি'র ইউনিফায়েড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম এর সাথে সংযুক্ত মিটারসমূহকে ইউনিফায়েড প্রি-পেইড মিটার বলা হয়ে থাকে। হেক্সিং মিটার, টিএসএস মিটার, যমুনা মিটার, ইনহে মিটার, BSECO মিটার কোম্পানির সকল মিটার ইউনিফায়েড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে এবং মিটার রিচার্জ/ভেন্ডিং সংক্রান্ত সকল কাজ উক্ত মিটারিং সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। Wasion মিটারসমূহের মধ্যে যে সকল মিটারের নম্বর "DW" এবং "AZ" দিয়ে শুরু হয়েছে, সেসকল মিটার বাদে বাকি মিটারসমূহ ইউনিফায়েড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত রয়েছে।

নন-ইউনিফায়েড প্রি-পেইড মিটার: ডিপিডিসি'র নন-ইউনিফায়েড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম এর সাথে সংযুক্ত মিটারসমূহকে নন-ইউনিফায়েড প্রি-পেইড মিটার বলা হয়ে থাকে। আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন এলাকায় Wasion মিটারসমূহের মধ্যে যে সকল মিটারের নম্বর "DW" এবং "AZ" দিয়ে শুরু হয়েছে, শুধুমাত্র সেসকল মিটারসমূহ নন-ইউনিফায়েড প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এই মিটারগুলোকে **নন-ইউনিফায়েড প্রি-পেইড মিটার** বলা হয়ে থাকে।

কয়েকটি নন-ইউনিফায়েড প্রি-পেইড মিটারের নম্বর উদাহরণস্বরূপ নিচে উল্লেখ করা হলো:

AZ 00004371, AZ 00001998, AZ 00005989, AZ 00005375, AZ 00004948, AZ 000077897
DW20047987, DW40009628, DW20049984, DW20047777, DW40006626, DW20049222

৩। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারে সুবিধা ও গ্রাহকের করণীয়

৩.১। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারে গ্রাহকের সুবিধা

প্রিপেইড মিটারের কিছু সুবিধা নিম্নরুপ-

- গ্রাহক যেকোন সময়ে ব্যয়িত খরচ এবং অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ দেখতে পারবেন।
- বিদ্যুৎ বিল বকেয়া হওয়ার সুযোগ না থাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ নেই।
- ভুল মিটার রিডিং এর কারণে অতিরিক্ত বিল প্রদানের কোন ঝামেলা নাই। গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার অনুযায়ী মিটার থেকে টাকা কর্তন করা হবে।
- মিটারে টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই মিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহককে সংকেত দিবে, ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে গ্রাহক আরও অধিক সচেতন হবে।
- গ্রাহকের অসুবিধার কথা চিন্তা করে সাপ্তাহিক ছুটির দিন, অন্যান্য বিশেষ ছুটির দিন ও ফ্রেন্ডলি আওয়ারে (বিকাল ৪টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা পর্যন্ত) মিটারে টাকা না থাকলেও মিটার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করবে না। এই সময় মিটার ক্রেডিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।
- তাছাড়া ইমারজেন্সি ক্রেডিটেরও ব্যবস্থা আছে। উপরোক্ত সময় গুলো ছাড়াও যদি কোন সময় বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে গ্রাহক স্মার্টকার্ড বা বিশেষ বোতাম চাপ দিয়ে ইমারজেন্সি ক্রেডিট চালু করতে পারে।
- প্রিপেইড মিটারের ক্ষেত্রে বিল দেয়ার জন্য অতিরিক্ত ঝামেলা পোহাতে হবে না।
- প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমে গ্রাহকগণ ১% হারে রিবেট স্বরূপ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ পেয়ে থাকেন।

৩.২। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকের করণীয়

প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারকারী গ্রাহকগণকে মিটারসমূহ ব্যবহারে অধিক যত্নশীল ও দায়িত্ববান হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রি-পেইড মিটারের কারিগরি ও ব্যবহারিক বিষয়াদি সম্পর্কে গ্রাহকের জানা থাকা আবশ্যক। প্রয়োজনে ডিপিডিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের ম্যানুয়াল দেখা যেতে পারে। এছাড়াও নিকটস্থ এনওসিএস দপ্তরসমুহে ও ডিপিডিসি'র কলসেন্টারে **(১৬১১৬ নম্বরে)** যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্রাহকের করণীয় সম্পর্কে নিচে উল্লেখ করা হলো:

- **স্মার্ট-কার্ড প্রি-পেইড মিটারের ক্ষেত্রে,** রিচার্জের জন্য স্মার্ট-কার্ডটি মিটারে **সোজাসুজিভাবে** প্রবেশ করাতে হবে। স্মার্ট-কার্ডটি মিটারে প্রবেশের পর তাড়াহুড়ো করে বের করে নেওয়া যাবে না। মিটারটি সফলভাবে রিচার্জ সম্পন্ন হওয়ার সংকেত মিটারের স্ক্রিনে দেখে নিশ্চিত হওয়ার পর স্মার্ট-কার্ডটি বের করতে হবে।
- **কী-প্যাড প্রি-পেইড মিটারের ক্ষেত্রে,** মিটারে টোকেন প্রবেশের সময় কী-প্যাডের বাটনসমূহ হাতের আঙুলের সাহায্যে যত্নের সাথে চাপতে হবে। জোরে জোরে কী-প্যাড চাপা থেকে বিরত থাকতে হবে। হাতের আঙ্গুল ব্যতিত লাঠি, কাঠ বা কোন ধাতব দণ্ডের সাহায্যে কী-প্যাড চাপ দেওয়া যাবে না।
- প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিক যত্নশীল ও দায়িত্ববান হতে হবে।
- প্রি-পেইড মিটারের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সংযোগে কোন রকম পরিবর্তন করা যাবে না।
- প্রি-পেইড মিটারের কোন সমস্যার কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে বা প্রি-পেইড মিটারের অন্য কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে গ্রাহক সঙ্গে সঙ্গে ডিপিডিসি'র সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করবেন।
- গ্রাহক কর্তৃক নিজে নিজে মিটারের টার্মিনাল কভার খোলা যাবে না।
- কোন অবস্থাতেই গ্রাহক নিজে অথবা কোন ইলেক্ট্রিশিয়ান দিয়ে প্রি-পেইড মিটার মেরামত বা সমস্যা দূরীকরণের জন্য কোন কিছু করবেন না।
- গ্রাহক কর্তৃক নিজে কিংবা গ্রাহকের পক্ষে কোন ইলেক্ট্রিশিয়ান কর্তৃক প্রি-পেইড মিটারের ক্ষতিসাধন, পরিবর্তন বা অনুরূপ কোন কার্যসাধন করেন, সেক্ষেত্রে বর্তমান বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
- প্রি-পেইড মিটার সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যের জন্য ডিপিডিসি'র ওয়েবসাইট নিয়মিত ভিজিট করুন অথবা ডিপিডিসি'র কলসেন্টারে **(১৬১১৬ নম্বরে)** যোগাযোগ করুন।

৪। বিভিন্ন চার্জ সমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC) কর্তৃক বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার এবং বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার জন্য চার্জ/ফি নির্ধারণ করে থাকে। জনস্বার্থে এই হার সময়ে সময়ে পুনঃনির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সর্বশেষ **জানুয়ারি ৩০, ২০২৩ খ্রি.** তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নির্ধারিত নিম্নলিখিত চার্জ সমূহ প্রি-পেইড মিটারে আরোপ করা হয়েছে:

৪.১। ডিমান্ড চার্জ

অনুমোদিত লোডের জন্য প্রতি মাসে একবার ডিমান্ড চার্জ কর্তন করা হয়। যদি গ্রাহক কোন মাসে ভেন্ডিং করতে না আসে তাহলে পরবর্তীতে যে মাসে ভেন্ডিং করতে আসবে সেই মাসের আগে যে কয় মাস গ্রাহক ভেন্ডিং করতে আসেনি সেই কয় মাসের এবং যে মাসে ভেন্ডিং করতে এসেছে সেই মাসের একসাথে ডিমান্ড চার্জ কর্তন করবে। (উদাহরণ: ধরা যাক, '**এলটি-এ: আবাসিক**' শ্রেণীর সিঙ্গেল ফেজের গ্রাহক ৩ কিলোওয়াট লোড ব্যবহার করে। সেক্ষেত্রে **জানুয়ারি ৩০, ২০২৩ খ্রি.** তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, প্রতি কিলোওয়াট ৩৫ টাকা হারে তার প্রতিমাসে ডিমান্ড চার্জ হবে **৩*৩৫ = ১০৫ টাকা**)।

৪.২। মিটার রেন্ট

প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকের মালিকানাধীন হলে কোন মিটার রেন্ট প্রযোজ্য নয়। প্রি-পেইড মিটারটি ডিপিডিসি কর্তৃক প্রদান করা হলে গ্রাহককে প্রতি মাসে একবার সিঙ্গেল-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ৪০ টাকা এবং থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা মিটার রেন্ট হিসেবে দিতে হবে। যদি মিটারটি নষ্ট হয়ে যায় এবং গ্রাহক নিজে মিটার ক্রয় করে সেক্ষেত্রে আর মিটার রেন্ট দিতে হবে না অথবা নতুন সংযোগ গ্রহনের ক্ষেত্রে মিটার স্থাপনের সময় যদি গ্রাহক নিজে মিটার ক্রয় করে, সেক্ষেত্রেও মিটার রেন্ট দিতে হবে না।

৪.৩। এনার্জি চার্জ

প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার/ট্যারিফ রেট অনুযায়ী গ্রাহকের মিটার থেকে এনার্জি চার্জ কর্তন হয়। বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার/ট্যারিফ রেট পরিবর্তন হয়ে থাকে।

৪.৪। মূল্য সংযোজন কর

বিদ্যুৎ বিলের উপরে সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। **জানুয়ারি ৩০, ২০২৩ খ্রি.** তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, গ্রাহকের মোট বিদ্যুৎ বিলের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে প্রতিবার রিচার্জ/ভেন্ডিং করার সময় মূল্য সংযোজন কর কর্তন করা হবে।

৪.৫। অন্যান্য চার্জ

ডিমান্ড চার্জ, মিটার রেন্ট এবং মূল্য সংযোজন কর ছাড়াও অন্যান্য চার্জ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের নিয়ম অনুসারে প্রতিমাসে একবার কর্তন করা হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

এখানে উল্লেখ্য যে এনার্জি চার্জ ব্যতীত অন্যান্য চার্জ প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেম সফটওয়্যার (**Pre-Payment Metering System Software**) দ্বারা ভেন্ডিং করার সময় কর্তন করা হয়। শুধুমাত্র এনার্জি চার্জ প্রি-পেইড মিটার দ্বারা বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে মিটার থেকে ধীরে ধীরে কর্তন করা হয়ে থাকে।

উদাহরণ-০১:

ধরা যাক, জালাল সাহেব 'এলটি-এ: আবাসিক' শ্রেণীর একজন গ্রাহক ৩ কিলোওয়াট লোড ব্যবহার করেন। যদি তিনি ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখে ভেন্ডিং স্টেশনে ১৫০০ টাকা রিচার্জ করতে যান এবং জানুয়ারি মাসেও যদি রিচার্জ করে থাকেন তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	**হিসাব**	**টাকার পরিমাণ**
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	১ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ৩৫)	১০৫.০০
মিটার রেন্ট	১ মাস x ৪০	৪০.০০
মোট চার্জ		**২১৬.৪৩**
রিবেট ১%	১/১০১*(১৫০০-৪০-৭১.৪৩)	১৩.৭৫
মোট এনার্জি	১৫০০ – ২১৬.৪৩ + ১৩.৭৫	**১২৯৭.৩২**

(জানুয়ারি ৩০, ২০২৩ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১২৯৭.৩২ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

যদি থ্রি-ফেজ মিটার হয় তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	১ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ৩৫)	১০৫.০০
মিটার রেন্ট	১ মাস x ২৫০	২৫০.০০
মোট চার্জ		৪২৬.৪৩
রিবেট ১%	১/১০১*(১৫০০-২৫০-৭১.৪৩)	১১.৬৭
মোট এনার্জি	১৫০০ – ৪২৬.৪৩ + ১১.৬৭	**১০৮৫.২৪**

(জানুয়ারি ৩০, ২০২৩ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১০৮৫.২৪ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

উদাহরণ-০২:

ধরা যাক, জালাল সাহেব 'এলটি-এ: আবাসিক' শ্রেণীর একজন গ্রাহক ৩ কিলোওয়াট লোড ব্যবহার করেন। যদি তিনি ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখে ভেন্ডিং স্টেশনে ১৫০০ টাকা রিচার্জ করতে যান এবং জানুয়ারি মাসে যদি রিচার্জ না করে থাকেন তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	**হিসাব**	**টাকার পরিমাণ**
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	২ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ৩৫)	২১০.০০
মিটার রেন্ট	২ মাস x ৪০	৮০.০০
মোট চার্জ		**৩৬১.৪৩**
রিবেট ১%	১/১০১*(১৫০০-৮০-৭১.৪৩)	১৩.৩৫
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৩৬১.৪৩ + ১৩.৩৫	**১১৫১.৯২**

(জানুয়ারি ৩০, ২০২৩ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১১৫১.৯২ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

যদি **থ্রি-ফেজ মিটার** হয় তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	২ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ৩৫)	২১০.০০
মিটার রেন্ট	২ মাস x ২৫০	৫০০.০০
মোট চার্জ		**৭৮১.৪৩**
রিবেট ১%	১/১০১*(১৫০০-৫০০-৭১.৪৩)	৯.১৯
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৭৮১.৪৩ + ৯.১৯	**৭২৭.৭৬**

(জানুয়ারি ৩০, ২০২৩ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **৭২৭.৭৬ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

উদাহরণ-০৩:

ধরা যাক, জালাল সাহেব 'এলটি-এ: আবাসিক' শ্রেণীর একজন গ্রাহক ৩ কিলোওয়াট লোড ব্যবহার করেন। যদি তিনি ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখে ভেন্ডিং স্টেশনে ১৫০০ টাকা রিচার্জ করতে যান এবং ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পূর্বেও কোন রিচার্জ করে থাকেন তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	০ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ৩৫)	০.০০
মিটার রেন্ট	০ মাস x ৪০	০.০০
মোট চার্জ		**৭১.৪৩**
রিবেট ১%	১/১০১*(১৫০০-৭১.৪৩)	১৪.১৪
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৭১.৪৩ + ১৪.১৪	**১৪৪২.৭১**

(জানুয়ারি ৩০, ২০২৩ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১৪৪২.৭১ টাকা** ব্যালেন্স(এনার্জি) হিসেবে যাবে।

যদি থ্রি ফেজ মিটার হয় তাহলে মিটারে কত টাকা যাবে তার হিসাব নিম্নরুপ:

চার্জের নাম	হিসাব	টাকার পরিমাণ
মূল্য সংযোজন কর ৫%	১৫০০ x (৫ ÷ ১০৫)	৭১.৪৩
ডিমান্ড চার্জ	০ মাস x (৩ কিঃ ওঃ x ৩৫)	০
মিটার রেন্ট	০ মাস x ২৫০	০
মোট চার্জ		**৭১.৪৩**
রিবেট ১%	১/১০১*(১৫০০-৭১.৪৩)	১৪.১৪
মোট এনার্জি	১৫০০ - ৭১.৪৩ + ১৪.১৪	**১৪৪২.৭১**

(জানুয়ারি ৩০, ২০২৩ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী)

গ্রাহকের মিটারে মোট **১৪৪২.৭১ টাকা** ব্যালেন্স (এনার্জি) হিসেবে যাবে।

৫। কোথা হতে ভেন্ডিং করবেন/ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকা সমূহ:

ডিপিডিসির নির্ধারিত প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ পয়েন্টকে ভেন্ডিং স্টেশন বলে। আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের নন-ইউনিফায়েড মিটার গ্রাহকগণ শুধুমাত্র আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন ডিপিডিসি'র নিজস্ব ভেন্ডিং স্টেশন অথবা POS মেশিনের সাহায্যে ভেন্ডিং করতে পারবেন।

ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকাসহ তাদের ঠিকানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নিম্নের এড্রেসটি ভিজিট করুন।

https://dpdc.org.bd/prepaid/vending

৬। কিভাবে ভেন্ডিং করবেন?

উপরে উল্লেখিত ভেন্ডিং স্টেশনসমূহ থেকে প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ/ভেন্ডিং করে প্রয়োজনমত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবেন। যখন রিচার্জের প্রয়োজন হবে তখন নিচের চিত্রের অনুরূপ পদ্ধতিতে মিটারে কার্ড/টোকেন প্রবেশ করিয়ে **good** অথবা **success** লেখা না দেখানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

চিত্র-০৩: কার্ড প্রবেশের নিয়ম

চিত্র-০৪: টোকেন প্রবেশের নিয়ম

৭। Wasion প্রি-পেইড মিটারের ডিসপ্লে লিস্ট

বর্তমানে ডিপিডিসি'তে নন-ইউনিফায়েড গ্রাহকদের জন্য Wasion Group কর্তৃক সরবরাহকৃত মিটার ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে উক্ত কোম্পানির মিটারের ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত বিভিন্ন কোড এর বর্ণনা দেওয়া হলো:

কোড (সিঙ্গেল-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
০২	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
০৩	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
০৪	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
০৬	চলতি মাসের ব্যবহৃত টাকার পরিমাণ দেখার জন্য
০৭	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য

কোড (থ্রি-ফেজ মিটারের ক্ষেত্রে)	কোডের অর্থ
০০৩	মিটারে বর্তমানে কত টাকা আছে অর্থাৎ মিটারের ব্যালেন্স দেখার জন্য
০০৫	এই মিটার চালুর পর এ যাবৎ কত ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
০৩৪	বর্তমানে মিটার যে ট্যারিফ রেটে বিদ্যুতের বিল হিসাব করছে তা দেখার জন্য
২০৮	বর্তমান মাসে কি পরিমাণ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে তা দেখার জন্য
২২২	চলতি মাসের ব্যবহৃত টাকার পরিমাণ দেখার জন্য

৮। Wasion প্রি-পেইড মিটারের Error লিস্ট

ডিপিডিসি'তে আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন এলাকায় ব্যবহৃত Wasion Group কর্তৃক সরবরাহকৃত মিটারসমূহে বিভিন্ন সময়ে যে সব এরর ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হয় তার তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

কোড	কোডের অর্থ
০৭০০	মিটার রিচার্জের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম
০১০৩	কার্ডটি থ্রি ফেজ মিটারের
০৪০০	মিটারের সাথে কার্ডের সিকুয়েন্স এ অমিল
০৫০০	কার্ড রিডিংয়ের পূর্বেই মিটার থেকে খুলে ফেলা হয়েছে
০১০২	সিস্টেম আইডির সাথে মিটারের আইডির অমিল
০১০১ ০১০৭	কার্ডটি এই মিটারের নয়
০২৮০	মিটার রিচার্জের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম
০৪৪১	কার্ডটি সিঙ্গেল ফেজ মিটারের
০৪৮১	মিটারের সাথে কার্ডের সিকুয়েন্স এ অমিল
০২৪১ ০২৪৫	কার্ডটি এই মিটারের নয়

৯। সর্বাধিক জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলি (FAQ)

(ক) প্রি-পেইড মিটারে পোস্ট-পেইড মিটারের চেয়ে বিল কি কম/বেশি আসে?

উত্তর: না। প্রি-পেইড মিটারে পোস্ট-পেইড মিটারের সমান পরিমানে বিল হবে। পোস্ট-পেইড মিটারের বিল প্রতি ইউনিটের জন্য যেই মূল্যহারে হিসাব করা হয়, সেই একই মূল্যহার প্রি-পেইড মিটারের মেমোরিতে দেওয়া আছে। তাই দুই ধরণের মিটারেই বিদ্যুৎ বিল সমান হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বা ট্যারিফ পরিবর্তন করে থাকে যা পোস্ট-পেইড মিটার এবং প্রি-পেইড মিটার – উভয় ধরণের মিটারের ক্ষেত্রেই একই সাথে প্রযোজ্য হয়।

(খ) এক এলাকার গ্রাহক অন্য এলাকায় স্মার্ট-কার্ড রিচার্জ করতে পারবে কিনা?

উত্তর: আজিমপুর এবং লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন **নন-ইউনিফায়েড** মিটারের গ্রাহকগণ আজিমপুর এবং লালবাগ ব্যতিত অন্য এলাকায় রিচার্জ করতে পারবেন না। তবে, ডিপিডিসি'র যেকোন এলাকার **ইউনিফায়েড** গ্রাহক অন্য যেকোন এলাকায় প্রিপেইড মিটার রিচার্জ করতে পারবেন।

(গ) স্মার্ট-কার্ড নষ্ট অথবা হারিয়ে গেলে করনীয় কি?

উত্তর: স্মার্ট-কার্ড নষ্ট অথবা হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে। **আজিমপুর এনওসিএস** দপ্তরের আওতাধীন গ্রাহকগণকে ডিপিডিসি'র আজিমপুর এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে এবং **লালবাগ এনওসিএস** দপ্তরের আওতাধীন গ্রাহকগণকে **ডিপিডিসি'র লালবাগ এনওসিএস** দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে। নির্দিষ্ট পরিমান ফী প্রদান করে গ্রাহক নতুন কার্ড সংগ্রহ করতে পারবে। যদি নষ্ট অথবা হারানো কার্ডে কোন রিচার্জ ব্যালেন্স থাকে তা নতুন কার্ডে দিয়ে দেওয়া হবে।

(ঘ) এক মিটারের স্মার্ট-কার্ড দিয়ে অন্য কোন প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ করা যাবে কি?

উত্তর: এক মিটারের স্মার্ট-কার্ড দিয়ে অন্য মিটার রিচার্জ করা যাবে না। কারণ প্রতিটি কার্ড একটি নির্দিষ্ট মিটারের সাথে মিটারিং সিস্টেমে সংযুক্ত করা আছে। কার্ডটি যেই মিটারের শুধুমাত্র সেই মিটারটি উক্ত কার্ড দিয়ে রিচার্জ করা যাবে। কোনক্রমেই এক মিটারের জন্য নির্দিষ্ট স্মার্ট-কার্ড অন্য কোন প্রি-পেইড মিটারে ব্যবহার করা যাবে না।

(ঙ) মিটারে অথবা রিচার্জে সমস্যা দেখা দিলে কোথায় যোগাযোগ করব?

উত্তর: মিটারে অথবা রিচার্জে সমস্যা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

(চ) কার্ডে রিচার্জ করে মিটার রিচার্জ না করে রেখে দিলে ব্যালেন্স কি চলে যায়?

উত্তর: স্মার্ট-কার্ড ভেন্ডিং/রিচার্জ করার পর প্রি-পেইড মিটারে রিচার্জ না করে স্মার্ট-কার্ডটি অব্যবহৃত অবস্থায় রেখে দিলে কোন সমস্যা নেই। পরবর্তীতে যেকোন সময় স্মার্ট-কার্ডটি মিটারে প্রবেশ করালে রিচার্জকৃত উক্ত পরিমাণ টাকা প্রি-পেইড মিটারে সফলভাবে রিচার্জ হবে।

(ছ) এক মাসে একের অধিক রিচার্জ করলে কি প্রতিবারই ডিমান্ড চার্জ ও মিটার রেন্ট কাটবে?

উত্তর: না। যেকোন মাসে প্রথমবার রিচার্জ করার সময় উক্ত মাসের ডিমান্ড চার্জ ও মিটার রেন্ট কর্তন করা হবে এবং যদি পূর্বের কোন মাসের ডিমান্ড চার্জ ও মিটার রেন্ট বকেয়া থাকে তবে উক্ত চার্জসমূহ

কর্তন করা হবে। এরপর একই মাসের পরবর্তী যেকোন রিচার্জের ক্ষেত্রে ডিমান্ড চার্জ ও মিটার রেন্ট কর্তন করা হবে না।

(জ) বাসায় বসে অথবা অনলাইনে স্মার্ট-কার্ড প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ করা যাবে কি?

উত্তর: বর্তমানে ডিপিডিসির সরবরাহ করা স্মার্ট-কার্ড প্রি-পেইড মিটার বাসায় বসে অথবা অনলাইনে রিচার্জ করা যাবে না। প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ করার জন্য মিটারের স্মার্ট-কার্ডটি নিয়ে আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের নিজস্ব ভেন্ডিং স্টেশনে যেতে হবে। এছাড়াও অনুমোদিত POS মেশিনের সাহায্যেও স্মার্ট-কার্ড প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ করা যাবে। কোন কোন জায়গায় রিচার্জ করা যাবে তার তালিকা ডিপিডিসি'র ওয়েব সাইটে (**https://dpdc.org.bd/prepaid/vending**) দেওয়া আছে।

(ঝ) রাতের বেলা অথবা যেকোন ছুটির দিনে মিটারের ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হবে কি?

উত্তর: রাতের বেলা অথবা যেকোন ছুটির দিনে মিটারের ব্যালেন্স শেষ হয়ে গেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হবে না। মিটারে এই সময়টা ফ্রেন্ডলী আওয়ার হিসেবে উল্লেখ করা আছে। এই সময় যে পরিমান বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হবে মিটার তা নেগেটিভ হিসেবে জমা রাখবে এবং পরবর্তীতে মিটার রিচার্জ করা হলে ব্যালেন্স থেকে কেটে নিবে।

(ঞ) Emergency Credit কিভাবে Active করতে হয়?

উত্তর: স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে ঐ মিটারের ইউজার স্মার্ট-কার্ডটি মিটারে প্রবেশ করালে Emergency Credit Active হয়ে যাবে এবং কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে ০০ লিখে এন্টার বাটন চাপ দিলে Emergency Credit Active হয়ে যাবে।

(ট) Over load এর কারণে মিটার বন্ধ হলে তা কিভাবে জানা যাবে এবং তখন করনীয় কি?

উত্তর: Over load এর কারণে মিটার বন্ধ হওয়ার পূর্বে অ্যালার্ম দিবে এবং Load কমানো না হলে মিটারটি কিছু সময় পর পর পাঁচবার ট্রিপ করবে। তারপরও যদি Load কমানো না হয় তাহলে মিটারটি ৩০ মিনিটের জন্য অফ হয়ে যাবে। ৩০ মিনিট পর Load কমানো না হলে মিটারটি পুনরায় পূর্বের মত অ্যালার্ম দিবে।

(ঠ) কোথায় থেকে ভেন্ডিং করবো?

উত্তর: আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের নন-ইউনিফায়েড মিটার গ্রাহকগণ শুধুমাত্র আজিমপুর-লালবাগ এনওসিএস দপ্তরের আওতাধীন ডিপিডিসি'র নিজস্ব ভেন্ডিং স্টেশন অথবা POS মেশিনের সাহায্যে ভেন্ডিং করতে পারবেন।

(ড) কোথায় ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকা পাওয়া যাবে?

উত্তর: ভেন্ডিং স্টেশনের তালিকাসহ তাদের ঠিকানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নিম্নের এড্রেসটি ভিজিট করুন।

https://dpdc.org.bd/prepaid/vending

(ঢ) মিটারে কার্ড প্রবেশ করার পর অথবা টোকেন ইনপুট করার পর "INVALID SEQUENCE" এরর দেখালে কি করব?

উত্তর: প্রথমে মিটারের বর্তমান টোকেন SEQUENCE কত তা বাটন চেপে দেখে নিব। যদি মিটারের বর্তমান SEQUENCE থেকে রির্চাজ স্লিপের SEQUENCE একের অধিক হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট এনওসিএস দপ্তরে যোগাযোগ করে মিটারের বর্তমান SEQUENCE এর পরের টোকেন গুলো স্মার্ট কার্ড মিটারের ক্ষেত্রে কার্ডে রাইট করে নিতে হবে অথবা কী-প্যাড মিটারের ক্ষেত্রে টোকেন গুলো প্রিন্ট করে নিতে হবে।

১০। উপসংহার

বিদ্যুৎ খাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিদ্যুতের সাশ্রয়ী, দক্ষ, নিরাপদ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুতগতিতে চলছে। প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমে গ্রাহকগণ মিটার থেকে নিজের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিতে পারে এবং তার প্রয়োজন অনুসারে সহজেই নিকটস্থ ভেন্ডিং স্টেশন থেকে প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ করতে পারে। প্রি-পেইড মিটারের কারিগরি ও ব্যবহারিক বিষয়াদি সম্পর্কে গ্রাহকের জানা থাকা আবশ্যক। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারকারী গ্রাহকগণকে মিটারসমূহ ব্যবহারে অধিক যত্নশীল ও দায়িত্ববান হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের অত্র ম্যানুয়ালটি গ্রাহকদের জন্য প্রি-পেইড মিটার ব্যবহার বিধি ও সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা প্রদানে সহায়ক হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি। দায়িত্বশীলতা ও যত্নের সাথে যথাযথ পদ্ধতিতে প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরনের জন্য ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট থেকে একান্ত সহযোগিতা কামনা করছে।

সমাপ্ত